ছাত্রীদের স্কুলমুখী করার অভিনব উদ্যোগ

মাসুমা বেগম

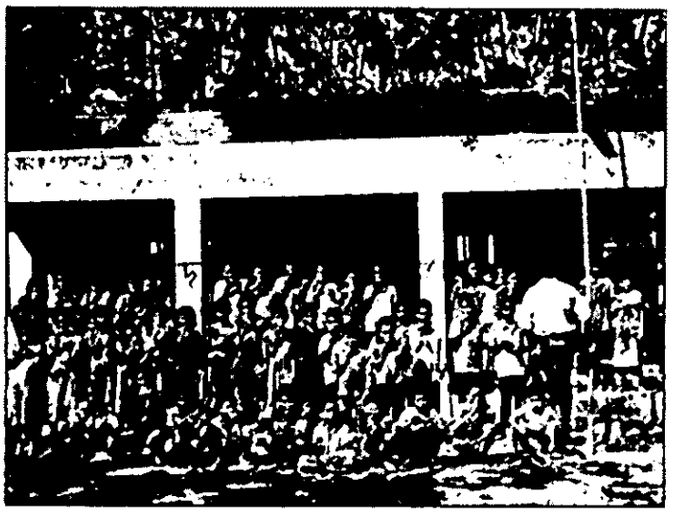

উত্তরবঙ্গের দুটি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের স্কুলমুখী করানোর এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম। জেলা দুটি হচ্ছে কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা। কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলায় যেমন, কুড়িগ্রাম সদর, রাজার হাট, উলিপুর চিলমারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ি, ভুরুঙ্গামারী রোমারী ও রাজীবপুর এবং গাইবান্ধা জেলার তিনটি উপজেলায় সুন্দরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ ও সাঘাটায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এই উদ্যোগ চলছে। এই উদ্যোগটির নাম হচ্ছে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম বা বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি (W.F.P) এর অর্থায়নে বেসরকারি সাহায্য সংস্থা আরডিআরএস বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে এই কর্মসূচি ২০১০ সাল পর্যন্ত চলবে। ২০০২ সালের মাঝামাঝি সময় উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলায় (কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়) এই স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু হয়। চলে ২০০৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া পড়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে ছাত্রীদের শিক্ষার দিকটা ভাবা হলেও ছাত্ররাও এখন এ উদ্যোগের ভিতরে পড়ছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ হয়েছে। সঙ্গত কারণেই আরডিআরএসের উদ্যোগে ২০০৬ সালের মাঝামাঝি থেকে দ্বিতীয় দফায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলায় চলছে। কুড়িগ্রাম জেলার ১৭০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে ১১৫৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৫৪৫ এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়। অন্যদিকে গাইবান্ধায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭১০টি। এর মধ্যে সরকারি ৬৩৩টি এবং এনজিও পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ৭৭টি। কুড়িগ্রামে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২,৭৪,১৮১ জন এবং গাইবান্ধায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,৩৪,৮৭১ জন। যে সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই প্রকল্প চলছে ওই সব প্রাথমিক বিদ্যালয় তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর এনজিও পরিচালিত স্কুল দুই ধরনের। উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালুর আগে এসব স্কুলে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ছিল। কিন্তু স্কুলগুলোতে এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর সত্তর থেকে আশি ভাগ ছাত্রছাত্রী স্কুলে উপস্থিত থাকছে। ক্লাস শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের ১ প্যাকেট দামি ও সুস্বাদু বিস্কিট দেয়া হয়। প্রতিটি প্যাকেটে রয়েছে ৮টি বিস্কিট। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে মানুষ অভাবী ও অনাহারী হওয়ার কারণে তারা ঠিক মতো খেতে পারছে না। যার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সকালের নাস্তার কাজ বিস্কিটের সাহায্যেই সারে। উচ্চ প্রোটিনযুক্ত এই বিস্কিট খাওয়ার পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়ার উদ্দীপনা ফিরে আসে। কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলার ফুলকমার পাড় রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিন ঘুরে এর সত্যতা যাচাই করা গেছে। এই স্কুলে আগে ৪৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকতো। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু হওয়ার ফলে এখন ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রী স্কুলে উপস্থিত থাকে। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. শফিকুল ইসলাম জানান, 'এই এলাকা দারিদ্র্যপ্রবণ, এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভুগে। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু হওয়ার ফলে একদিকে যেমন পুষ্টিহীনতা দূর হচ্ছে, অন্যদিকে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিও বেড়ে গেছে।'

উল্লেখ্য, দেশে প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র খুবই করুণ। দেশের ২১ হাজার গ্রামে এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। দেশের ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখনও একজন মাত্র শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ২১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ জন এবং ৮ হাজার ৫৯৫টি বিদ্যালয়ে মাত্র ৩ জন শিক্ষক রয়েছে।

একজন ছাত্র বা ছাত্রীর শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। সুতরাং দেশব্যাপী স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু হলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আসবে আরডিআরএসের পাশাপাশি সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া উচিত।